কালবেলা
22 FEB 2026

রয়েছে রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা পাশাপাশি অনিশ্চয়তাও

- নতুন ১০% শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের
- বাংলাদেশকে বিকল্প খোঁজার পরামর্শ
- সন্ধান করতে হবে নতুন নতুন বাজারের
- বাড়াতে হবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা

> রায়ে ওদের পাল্টা শুল্ক দেওয়ার ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এখন আমাদের চুক্তির স্ট্যাটাসটা কী হবে, সে ব্যাপারে ইউএসটিআর বলেছে, ওদের যে আইন আছে— ১২২, ২৩২ কিংবা ৩০১ অনুযায়ী গড়ে ১০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করবে। এগুলো শেষ পর্যন্ত ২৪ তারিখ নাগাদ একটা ডিসাইসিভ আসবে, এরকমটা বলছে
>
> **মাহবুবুর রহমান**
> *বাণিজ্য সচিব*

> নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় এখনো আসেনি। এই মুহূর্তে চুক্তি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা না করে বাংলাদেশের উচিত চুপ থেকে সময় নেওয়া। যেসব শর্তে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য কমানোর মতো কঠোর সিদ্ধান্তও নিতে পারে
>
> **ড. জাহিদ হোসেন**
> *অর্থনীতিবিদ*

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বৈশ্বিক পাল্টা শুল্ক আরোপের পদক্ষেপ বাতিল করে রায় দেওয়ার পর খুব দ্রুত নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। সারা বিশ্ব থেকে পণ্য আমদানিতে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের নতুন এই সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন দেশের রপ্তানিকারকরা। তবে ঘন ঘন ট্যারিফ বা শুল্ক হার পরিবর্তনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে এক ধরনের বড় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে জানিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গত শুক্রবার রাতে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত জানান, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়াসর অ্যাক্ট (আইইইপিএ) প্রয়োগ করে ওই শুল্ক আরোপ করেছিলেন। কিন্তু আইনটি প্রেসিডেন্টকে এই শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেয় না। সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৬ জন ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপকে অবৈধ ঘোষণার পক্ষে মত দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির মতের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট রায়ে গত বছরের ২ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর ট্রাম্পের আরোপিত পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করে।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায় আসার পর হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, তা জাতির (যুক্তরাষ্ট্রের) জন্য অসম্মানের।' বিচারপতিদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, কিছু বিচারপতির জন্য তিনি সত্যিকারে লজ্জা বোধ করছেন। বিচারপতিরা বিদেশিদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ এবং আলোচনার হাতিয়ার হিসেবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। গত বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতার নজিরবিহীন ব্যবহার করছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বাণিজ্যিক

▸▸ প্রথম পৃষ্ঠার পর

অংশীদারের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তিনি সব দেশের পণ্যের ওপর অন্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। শুক্রবার রাতেই সারা বিশ্ব থেকে পণ্য আমদানিতে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন। যার মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশের ওপর ১৫০ দিনের জন্য ১০ শতাংশ ট্যারিফ বা শুল্ক আরোপের নতুন ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা ২০২৫ সালের এপ্রিলের আগের পরিস্থিতির মতোই থাকবে।

নতুন করে এবার ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের 'সেকশন ১২২' ব্যবহার করে নতুন শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। এ আইন অনুযায়ী, দেশের বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট সাময়িকভাবে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবেন। এর আগে ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ইমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট (আইইইপিএ) ব্যবহার করে শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। তবে দেশটির সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, আইনটি প্রেসিডেন্টকে এ শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেয় না। এ কারণে ওই শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেওয়া হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, আদালতের রায়ে আগের শুল্ক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও নতুন কৌশলে ট্রাম্প তার বাণিজ্যযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বৈশ্বিক পাল্টা শুল্ক আরোপের পদক্ষেপ বাতিল করে রায় দেওয়ার পরই নতুন করে সামনে এসেছে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তির প্রসঙ্গ। এই বাণিজ্য চুক্তি আগের শুল্কহার (২০% থেকে হ্রাস হয়ে ১৯%) কমিয়ে, নির্দিষ্ট টেক্সটাইল পণ্যে শুল্কমুক্ত হয়েছে। এখন আমাদের চুক্তির স্ট্যাটাসটা কী হবে, সে ব্যাপারে ইউএসটিআর বলেছে, ওদের যে আইন আছে— ১২২, ২৩২ কিংবা ৩০১ অনুযায়ী গড়ে ১০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করবে। এগুলো শেষ পর্যন্ত ২৪ তারিখ নাগাদ একটা ডিসাইসিভ আসবে, এরকমটা বলছে।'

যদিও অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলছেন, নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় এখনো আসেনি। তার মতে, এই মুহূর্তে চুক্তি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা না করে বাংলাদেশের উচিত চুপ থেকে সময় নেওয়া। জাহিদ হোসেন বলেন, 'যেসব শর্তে আমরা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি, সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করতে গেলে ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য কমানোর মতো কঠোর সিদ্ধান্তও নিতে পারে।'

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপ বিশ্ববাণিজ্যের জন্য ছিল বিরাট এক ধাক্কা। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের জন্য তা বড় দুঃসংবাদ হয়ে আসে। সে সময় বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। তিন মাসের আলোচনার পর গত বছরের জুলাইয়ে ওই শুল্ক কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। পরে আলোচনার মধ্য দিয়ে গত বছরের আগস্টে তা ২০ শতাংশে নেমে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করায় বাংলাদেশের পাল্টা শুল্ক ১ শতাংশ কমে হয় ১৯ শতাংশ। যদিও এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানির শর্ত রয়েছে।

পাল্টা শুল্কের বাইরে আগে থেকেই বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে দেশটিতে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হতো। পাল্টা শুল্কারোপের পর সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য শুল্ক দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশে। এখন আদালতের রায়ে পাল্টা শুল্ক বাতিল এবং নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মোট শুল্ক পরিবর্তিত হবে। তবে সেটা মোট কত শতাংশ বিক্রেতারা তাদের পণ্য সরবরাহ বজায় রাখতে অল্প পরিমাণে হলেও আমদানি অব্যাহত রাখবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এ অনিশ্চয়তায় রপ্তানি কমতেও পারে।

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ঘোষণায় বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থায় আরও অনিশ্চয়তা তৈরি হলো বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। যদিও বাংলাদেশ যে ১৯ শতাংশ শুল্কের চুক্তি করেছিল, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে গেলে বৈশ্বিক ১০ শতাংশ শুল্কের আওতায় পড়বে বাংলাদেশ, পুরো বিষয়টির মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা আছে। শুল্কহারের চেয়ে নীতিগত নিশ্চয়তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ নিশ্চয়তা না থাকলে ক্রেতারা পণ্য কেনা বৃদ্ধিতে উৎসাহী হবেন না।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তাদের মত, ট্রাম্পের সবকিছুই দ্বিপক্ষীয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হলো বলেই মনে করছেন। কেননা ট্রাম্প নিজের অবস্থান থেকে সরে আসবেন না। নানা আইন খুঁজে বের করে তিনি শুল্ক আরোপ করে যাবেন। ফলে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকার শেষ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি করেছে সেটিও খতিয়ে দেখা উচিত। এ চুক্তির কারণে নতুন সরকার দায়ের মধ্যে পড়ে গেল। আবার এখন কী হবে, সেটাও নতুন করে খতিয়ে দেখতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে বিকল্প খুঁজতে হবে। নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে; বাড়াতে হবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণার পর শুল্কের টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসছে। গত বছর শুল্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আয় ছিল আনুমানিক ২৪০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন ডলার। এর বড় অংশই শেষ পর্যন্ত মার্কিন নির্মাতা ও ভোক্তাদের কাছ থেকেই এসেছে। যদি

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা

[illegible] বাড়াতে হবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা

[illegible] শেষ পর্যন্ত ২৪ তারিখ নাগাদ একটা ডিসাইসিভ আসবে, এরকমটা বলছে

মাহবুবুর রহমান
বাণিজ্য সচিব

[illegible] মতো কঠোর সিদ্ধান্তও নিতে পারে

ড. জাহিদ হোসেন
অর্থনীতিবিদ

কালবেলা প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বৈশ্বিক পাল্টা শুল্ক আরোপের পদক্ষেপ বাতিল করে রায় দেওয়ার পর খুব দ্রুত নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। সারা বিশ্ব থেকে পণ্য আমদানিতে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের নতুন এই সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন দেশের রপ্তানিকারকরা। তবে ঘন ঘন ট্যারিফ বা শুল্ক হার পরিবর্তনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে এক ধরনের বড় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে জানিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গত শুক্রবার রাতে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত জানান, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়াসর অ্যাক্ট (আইইইপিএ) প্রয়োগ করে ওই শুল্ক আরোপ করেছিলেন। কিন্তু আইনটি প্রেসিডেন্টকে এই শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেয় না। সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৬ জন ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপকে অবৈধ ঘোষণার পক্ষে মত দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির মতের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট রায়ে গত বছরের ২ এপ্রিল বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর ট্রাম্পের আরোপিত পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করে।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায় আসার পর হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, তা জাতির (যুক্তরাষ্ট্রের) জন্য অসম্মানের।' বিচারপতিদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, কিছু বিচারপতির জন্য তিনি সত্যিকারে লজ্জা বোধ করছেন। বিচারপতিরা বিদেশিদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ এবং আলোচনার হাতিয়ার হিসেবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। গত বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতার নজিরবিহীন ব্যবহার করছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব বাণিজ্যিক

[illegible] পৃষ্ঠার পর

অংশীদারের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তিনি সব দেশের পণ্যের ওপর অন্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। শুক্রবার রাতেই সারা বিশ্ব থেকে পণ্য আমদানিতে নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন। যার মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশের ওপর ১৫০ দিনের জন্য ১০ শতাংশ ট্যারিফ বা শুল্ক আরোপের নতুন ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা ২০২৫ সালের এপ্রিলের আগের পরিস্থিতির মতোই থাকবে।

নতুন করে এবার ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের 'সেকশন ১২২' ব্যবহার করে নতুন শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। এ আইন অনুযায়ী, দেশের বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট সাময়িকভাবে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারবেন। এর আগে ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ইমারজেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট (আইইইপিএ) ব্যবহার করে শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। তবে দেশটির সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, আইনটি প্রেসিডেন্টকে এ শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেয় না। এ কারণে ওই শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেওয়া হয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, আদালতের রায়ে আগের শুল্ক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও নতুন কৌশলে ট্রাম্প তার বাণিজ্যযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বৈশ্বিক পাল্টা শুল্ক আরোপের পদক্ষেপ বাতিল করে রায় দেওয়ার পরই নতুন করে সামনে এসেছে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তির প্রসঙ্গ। এই বাণিজ্য চুক্তি আগের শুল্কহার (২০% থেকে হ্রাস হয়ে ১৯%) কমিয়ে, নির্দিষ্ট টেক্সটাইল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে। তাই আগের শুল্ক বাতিল হলেও নতুন চুক্তি বলবৎ থাকার কথা। তবে অনেকের মতে, আগের রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক বাতিল হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত বর্তমান বাণিজ্য চুক্তিটি বাতিল হতে পারে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বৈশ্বিক পাল্টা শুল্ক আরোপের পদক্ষেপ বাতিলের রায়ের পর গতকাল শনিবার রাতে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান কয়েকটি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ট্রাম্পের পূর্ববর্তী রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বাতিল হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্প্রতি স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিটিও বাতিল হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'রায়ে ওদের পাল্টা শুল্ক দেওয়ার ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এখন আমাদের চুক্তির স্ট্যাটাসটা কী হবে, সে ব্যাপারে ইউএসটিআর বলেছে, ওদের যে আইন আছে— ১২২, ২৩২ কিংবা ৩০১ অনুযায়ী গড়ে ১০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করবে। এগুলো শেষ পর্যন্ত ২৪ তারিখ নাগাদ একটা ডিসাইসিভ আসবে, এরকমটা বলছে।'

যদিও অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলছেন, নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় এখনো আসেনি। তার মতে, এই মুহূর্তে চুক্তি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা না করে বাংলাদেশের উচিত চুপ থেকে সময় নেওয়া। জাহিদ হোসেন বলেন, 'যেসব শর্তে আমরা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি, সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করতে গেলে ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য কমানোর মতো কঠোর সিদ্ধান্তও নিতে পারে।'

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপ বিশ্ববাণিজ্যের জন্য ছিল বিরাট এক ধাক্কা। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের জন্য তা বড় দুঃসংবাদ হয়ে আসে। সে সময় বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। তিন মাসের আলোচনার পর গত বছরের জুলাইয়ে ওই শুল্ক কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। পরে আলোচনার মধ্য দিয়ে গত বছরের আগস্টে তা ২০ শতাংশে নেমে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করায় বাংলাদেশের পাল্টা শুল্ক ১ শতাংশ কমে হয় ১৯ শতাংশ। যদিও এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানির শর্ত রয়েছে।

পাল্টা শুল্কের বাইরে আগে থেকেই বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে দেশটিতে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হতো। পাল্টা শুল্কারোপের পর সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য শুল্ক দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশে। এখন আদালতের রায়ে পাল্টা শুল্ক বাতিল এবং নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মোট শুল্ক পরিবর্তিত হবে। তবে সেটা মোট কত শতাংশ হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, ট্যারিফ বা শুল্কের হার কমলে মার্কিন আমদানিকারকরা আগের চেয়ে কম খরচে পোশাক আমদানি করতে পারবেন। এর প্রভাবে দেশটির খুচরা বাজারে তৈরি পোশাকের দাম কমবে এবং সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, ফলে চাহিদা বাড়বে এবং বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে শুল্ক নীতির অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে। রপ্তানিকারকদের মতে, ঘন ঘন শুল্ক পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। কখন শুল্ক হার কত হবে, তা নিশ্চিত না হওয়ায় আমদানিকারকরা বড় ধরনের ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তবে খুচরা বিক্রেতারা তাদের পণ্য সরবরাহ বজায় রাখতে অল্প পরিমাণে হলেও আমদানি অব্যাহত রাখবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এ অনিশ্চয়তায় রপ্তানি কমতেও পারে।

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ঘোষণায় বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থায় আরও অনিশ্চয়তা তৈরি হলো বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। যদিও বাংলাদেশ যে ১৯ শতাংশ শুল্কের চুক্তি করেছিল, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে গেলে বৈশ্বিক ১০ শতাংশ শুল্কের আওতায় পড়বে বাংলাদেশ, পুরো বিষয়টির মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা আছে। শুল্কহারের চেয়ে নীতিগত নিশ্চয়তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ নিশ্চয়তা না থাকলে ক্রেতারা পণ্য কেনা বৃদ্ধিতে উৎসাহী হবেন না।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তাদের মত, ট্রাম্পের সবকিছুই দ্বিপক্ষীয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হলো বলেই মনে করছেন। কেননা ট্রাম্প নিজের অবস্থান থেকে সরে আসবেন না। নানা আইন খুঁজে বের করে তিনি শুল্ক আরোপ করে যাবেন। ফলে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকার শেষ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি করেছে সেটিও খতিয়ে দেখা উচিত। এ চুক্তির কারণে নতুন সরকার দায়ের মধ্যে পড়ে গেল। আবার এখন কী হবে, সেটাও নতুন করে খতিয়ে দেখতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে বিকল্প খুঁজতে হবে। নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে; বাড়াতে হবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণার পর শুল্কের টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসছে। গত বছর শুল্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আয় ছিল আনুমানিক ২৪০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন ডলার। এর বড় অংশই শেষ পর্যন্ত মার্কিন নির্মাতা ও ভোক্তাদের কাছ থেকেই এসেছে। যদি সরকারকে এ অর্থ আমদানিকারকদের ফেরত দিতে হয়, তাহলে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, শুল্কের প্রায় ৯০ শতাংশ খরচ মার্কিন কোম্পানিগুলোকেই বহন করতে হয়েছে, যার সিংহভাগ ভোক্তাদের ওপর চাপানো হয়েছে।

তবে অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন উঠলেও তা শিগগির হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ব্রেট কাভানফ মন্তব্য করেছেন, অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া সম্ভবত বেশ জটিল। ট্রাম্প অবশ্য সম্ভাব্য ফেরতের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, এ নিয়ে কথা হচ্ছে না। হয়তো এমন হবে যে, এ নিয়ে আগামী কয়েক বছর আদালতে লড়াই হবে।

The Daily Star
22 FEB 2026

Trump raises US global tariff rate to 15%

AFP, *Washington*

President Donald Trump raised the global duty on imports into the United States to 15 percent yesterday, doubling down on his promise to maintain his aggressive tariff policy a day after the Supreme Court ruled much of it illegal.

Trump said on his Truth Social platform that after a thorough review of Friday's "extraordinarily anti-American decision" by the court to rein in his tariff program, the administration was hiking the import levies "to the fully allowed, and legally tested, 15% level."

The US leader had announced an initial 10 percent duty in the immediate aftermath of the Supreme Court ruling.

And Trump added that over the next few months, his administration would seek further alternative ways to impose "legally permissible" tariffs.

Yesterday's announcement is the latest in a careening process that has seen a multitude of tariff levels for countries sending goods into the United States set and then altered or revoked by Trump's team over the past year.

It also appears on its face to be an attempt to circumvent the Supreme Court's latest ruling, which offered perhaps the firmest rebuke yet of the Republican leader's sweeping and often arbitrary duties, his signature international trade policy.

The new duty by law is only temporary -- allowable for 150 days. According to a White House fact sheet, exemptions remain for sectors that are under separate probes, including pharma, and goods entering the US under the US-Mexico-Canada agreement.

Trump spent much of the past year imposing various rates to cajole and punish countries, both friend and foe.

On Friday, the White House said US trading partners that reached separate tariff deals with Trump's administration would also face the new global tariff.

The conservative-majority high court ruled six to three on Friday that a 1977 law Trump has relied on to slap sudden rates on individual countries, upending global trade, "does not authorise the President to impose tariffs."

Trump, who had nominated two of the justices who repudiated him, responded furiously, alleging without evidence that the court was influenced by foreign interests.

"I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country," Trump told reporters.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

22 FEB 2026

US TARIFF TURMOIL

Uncertainties loom over Dhaka's trade prospects

REFAYET ULLAH MIRDHA

The US Supreme Court's decision to scrap the reciprocal tariff arrangement could lift consumer demand in the American market and potentially increase orders for Bangladeshi exports, according to local entrepreneurs and trade analysts. However, they caution that the outlook remains uncertain, particularly as Dhaka has already signed a bilateral trade deal with Washington.

The uncertainty deepened almost immediately. Shortly after the ruling on Friday, President Donald Trump slapped a 10 percent tariff on all countries. Yesterday, he went further, raising the rate to 15 percent.

Commenting on the developments, Mustafizur Rahman, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), told The Daily Star that

Bangladesh must respond with strategic caution and careful calculation in the face of shifting US trade policy.

He said the interim government, in the first place, should not have signed the trade deal in haste, especially just three days before the February 12 national election, and future negotiations should be approached more carefully.

The US president, he noted, retains constitutional authority to revisit the tariff, which Trump did.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

22 FEB 2026

If the 15 percent rate replaces the 19 percent reciprocal tariff finalised for Bangladesh under the trade deal, Bangladesh's effective tariff for exports to the US would stand at 31.5 percent, including the existing 16.5 percent Most Favoured Nation (MFN) duty. The MFN rate varies across apparel categories, and many key items -- such as trousers, T-shirts, formal shirts and denim -- face duties below 16.5 percent.

The sudden shift in America's tariff regime could disrupt the exporters' calculations, Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), told The Daily Star over the phone.

"Frequent tariff changes make business planning difficult. Suppliers had already adjusted plans based on the 19 percent rate agreed under the trade deal," he said.

Meanwhile, he added that the US Supreme Court's ruling could be a "positive sign" for Bangladesh since lower tariffs would reduce prices, which could raise demand and boost exports from Bangladesh.

But according to economist Mohammad Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development (RAPID), the ruling could only temporarily boost exports, and the benefit may be short-lived. The new tariff may only be in place for a limited period, and further measures could follow, he said.

He said the implications of both the scrapped reciprocal tariff and Bangladesh's signed deal require deeper legal interpretation.

It also remains unclear whether Bangladesh, under the trade deal, is still bound to import the committed aircraft and other goods, including wheat, cotton, soybean, LNG and LPG, or to proceed with defence purchases and sourcing conditions.

"Will Bangladesh be able to bypass the American pressure and say 'no' to purchasing the committed commodities from the US?" Razzaque asked.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman acknowledged that the interim government signed the agreement under pressure from the US side amid concerns that a new government after the election might delay it.

He also said he hoped the deal too would be cancelled in light of the Supreme Court's decision. "The scrapping of the tariff is good news for Bangladesh," he said.

Under the deal, Bangladesh agreed to import significant American goods, including 14 aircraft from Boeing, as well as soybean, wheat, cotton, LNG and LPG, to reduce the trade gap.

"Will Bangladesh be able to bypass the American pressure and say 'no' to purchasing the committed commodities from the US?"

Mohammad Abdur Razzaque, chairman of Research and Policy Integration for Development

"Only in the case of Bangladesh is there an exit clause in the deal. So, we will decide as per government policy."

Khadija Nazneen, additional secretary at commerce ministry

The US is Bangladesh's single largest export destination. Bilateral trade is currently tilted in Bangladesh's favour, with over $8 billion in exports to the US annually, compared to $2 billion in imports. Garments account for 86 percent of Bangladesh's exports to the US.

"We will keep contact with the US for our business relations," the commerce secretary said, referring to a message from Brendan Lynch, assistant US trade representative for South and Central Asia.

Citing Lynch, Mahbubur said future US trade relations would depend on partner countries' engagement in trade deals, and Washington is expected to issue new notifications following the imposition of the new rate.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), urged the government to revisit the February 9 deal, citing difficult clauses.

He also said Bangladesh should begin negotiations to see whether the new tariff can be reduced further.

Mostafa Abid Khan, former member of the Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC), called for a more strategic approach. He noted that the trade agreement has neither been notified nor ratified and has yet to come into force.

Some of its clauses were concerning, he said, but the current tariff offers at least 150 days of breathing space, as it could be reviewed by Trump. He also said the US Congress could take a different stance due to the upcoming midterm elections in November.

Khadija Nazneen, additional secretary of the WTO wing at the commerce ministry, said they would first analyse the deal, and then take a decision.

She noted that the agreement signed by Bangladesh includes an exit clause -- a provision not granted to other countries. "Only in the case of Bangladesh is there an exit clause in the deal. So, we will decide as per government policy," said Nazneen, who led the delegation that was present during the signing of the deal in Washington.

Trump had declared reciprocal tariffs under a national emergency on April 2 last year. Bangladesh had initially faced a proposed 37 percent tariff, later reduced to 35 percent. After negotiations, it fell to 20 percent and then to 19 percent following the deal.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো